সংবাদ

তারিখ 16 AUG 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

হোগলাপাশা বিনাপানি সর.প্রা. স্কুল

দুই বছর স্কুলে না গিয়েও বেতন তুলছেন শিক্ষক!

প্রতিনিধি, বরগুনা/পাথরঘাটা

বরগুনার পাথরঘাটায় দুই বছর ধরে বিদ্যালয়ে না গিয়ে এবং কোন রকম পাঠদান না করেই বেতনসহ সরকারি সব সুবিধা গ্রহণকরাসহ নানা অভিযোগ পাওয়া গেছে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত শিক্ষক নিয়মিত পাঠদান করবেন বলে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দেয়া প্রতিশ্রুতিও ভেস্তে গেছে। জানা গেছে, উপজেলার চরদুয়ানী ইউনিয়নের ১৭ নং হোগলাপাশা বিনাপানি নঃ সনকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মলয় কান্তি শিকদার দীর্ঘ প্রায় দুই বছর যাবৎ বিদ্যালয়ে উপস্থিত না হয়ে এবং কোন রকম পাঠদান না করে বেতনসহ সরকারি সকল সুভিদা ভোগ করে আসছেন। তিনি বিদ্যালয়ে পাঠদান না করে বিভিন্ন কারন দেখিয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসে বসে সাধারণ শিক্ষকদের বিভিন্নভাবে ফাঁদে ফেলে হাতিয়ে নিচ্ছেন মোটা অংকের অর্থ আর রাতের আঁধারে অথবা তার সুযোগ মতো বিদ্যালয়ে গিয়ে ঠিক করে আসছেন হাজিরা খাতা। এসব অভিযোগ করেছেন ওই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির একাধিক সদস্য, শিক্ষক এবং স্থানীয়রা।

পাথরঘাটা

গত ৫ আগস্ট শনিবার সরেজমিন বিদ্যালয়টিতে গিয়ে দেখা গেছে, বিদ্যালয়টিতে তিনজন শিক্ষক থাকলেও একজন পিটিআইতে আছেন। আর শিখা রানী নামে একজন শিক্ষক ৮৫জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান দিচ্ছেন। শিখা রানীর সঙ্গে প্রতিবেশী লুঙ্গিপড়া মিলন কৃষ্ণ মজুমদার নামে এক ভদ্র লোককে পাঠদান দিতেও দেখা গেছে। এ সময়ে মিলন কৃষ্ণ মজুমদার এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি প্রতিবেশী, আমার চোখের সামনে এই বাচ্চারা নষ্ট হবে এই ভেবে আমি এখানে বিনা বেতনে পাঠদান করাই। এসময়ে শিখা রানীর কাছে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মলয় কতদিন বিদ্যালয়ে আসেন না জানতে চাইলে শিখারানী জবাব দেয়ার আগেই প্রতিবেশী অগনিত নারী-পুরুষ ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, মলয়কে আমরা দুই বছরেও একদিন ক্লাসে আসতে দেখিনী। মলয়ের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সম্প্রতি সে অফিসে বসে শিক্ষকদের সার্ভিস বই সংশোধন করার কথা বলে প্রত্যেক শিক্ষকের কাছ থেকে ১হাজার টাকা করে ঘুষ গ্রহণ করেছেন। এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন হাজির খাল নবঃ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আঃ ছালাম, পশ্চিম বাদুরতলা ৭নং নঃ বঃ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আবদুল্লাহ আল মামুন, উত্তার কাঁঠালতলী নঃ বঃ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক সেলিনা পারভীনসহ অনেকে। অভিযোগে আরো জানা যায়, উল্লেখিত বিদ্যালয়টি ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি সরকারি হয়। ইহার পূর্বে বিদ্যালয়টি রেজিস্টার্ড ছিল ওই সময় অর্থাৎ ২০১১ সালে মলয় উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক থাকা কালিন এক ছাত্রকে গাছের সঙ্গে বেধে বেদম মার-পিট করে। পরে ওই ঘটনায় মলয় ১৮ মাস বরখাস্ত ছিল। সূত্র জানায় ১ জানুয়ারি ২০১৩ সালে রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়গুলো যখন সরকারি হয় তখন সরকারি বিধিতে উল্লেখ করা ছিল যেসকল শিক্ষকরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন তারাই কেবল সরকারি আওতায় আসবেন। এসময়ে মলয় পূর্বে ১৮ মাস বরখাস্ত থাকার কথা গোপন করে সরকারি আওতায় আসেন যা সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূত। এ ব্যাপারে ৫ আগস্ট পাথঘাটা উপজেলা শিক্ষা অফিসার একে এম হারুন উর রশিদের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মলয় ডেপুটিশনে আছেন আগামীকাল বিদ্যালয়ে যাবে। তবে দেখা গেছে অদ্য পর্যন্ত বিদ্যালয়ে মুখী হয়নি মলয়। এ ব্যাপারে বরগুনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. আঃ মজিদ এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ব্যাপারে মলয় এর কাছে জানতে চাইলে তিনি তার বিরুদ্ধে অনীত সব অভিযোগ অস্বীকার করেন।